মিত্রাণ লিমিটেডের
হানাবাড়ি
A-GENCY.

মিত্রানি লিমিটেডের নিবেদন—

হানাবাড়ি

প্রযোজনা, রচনা ও পরিচালনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র

সঙ্গীত-পরিচালনা : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী : অনিল গুপ্ত
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী : জে, ডি, ইরাণী
শিল্প-নির্দ্দেশক : বিজয় বসু
কর্ম্মসচিব : নির্মল দাশগুপ্ত
তত্ত্বাবধান : প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা : পাঁচুগোপাল দাস
রূপ-সজ্জাকর : শৈলেন গাঙ্গুলী
চিত্র-পরিস্ফুটন : শৈলেন ঘোষাল,
ধীরেন দাশগুপ্ত
যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
নির্মাণাগার : ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ
রসায়নাগার :
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী লিঃ
ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও ল্যাবরেটরী লিঃ
স্থির-চিত্রগ্রহণে : ষ্টীল ফটো সার্ভিস লিঃ
ও পরিমল কুমার চৌধুরী
কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
অজিত গুপ্ত, শ্যাম লাহা এবং
ওরিয়েন্ট ফায়ার ওয়ার্কস্ কোং

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শশাঙ্ক সোম
বীরেন মিত্র
সঙ্গীত-পরিচালনায় : বলাই চাঁদ সাহা
সম্পাদনায় : অনিত মুখোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পে : জ্যোতির্ময় লাহা
অনিল ঘোষ
অমলেন্দু দাশগুপ্ত
শব্দ-গ্রহণে : সন্তু বসু
শিল্প-নির্দ্দেশনায় : হরেন দাস
ব্যবস্থাপনায় : নিতাই জানা
মুরারী দাস
আলোক-সম্পাতে : নরেশ সমাদ্দার
শান্তি সরকার
মনীন্দ্র দে
তারাপদ মান্না
রূপ-সজ্জায় : দুলাল দাস
পাঁচু দাস

ভূমিকায় :

ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, প্রণতি ঘোষ, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, কমলা অধিকারী, বিপিন মুখোপাধ্যায়, গৌতম মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ হালদার, নীতিশ রায়, বীরেন মিত্র, শশাঙ্ক সোম, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ রায় চৌধুরী, বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন রায়, সুবল দত্ত, উৎপল বসু, বীরেন মুখোপাধ্যায়, অন্তু মুখোপাধ্যায়, হরিপদ রায়, সুনীল রায়, সুখদেও, চন্দ্রবাহাদুর, দীনেশ, রামেশ্বর ও পাণ্ডে।

একমাত্র-পরিবেশক : ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিক্‌চার্স লিঃ

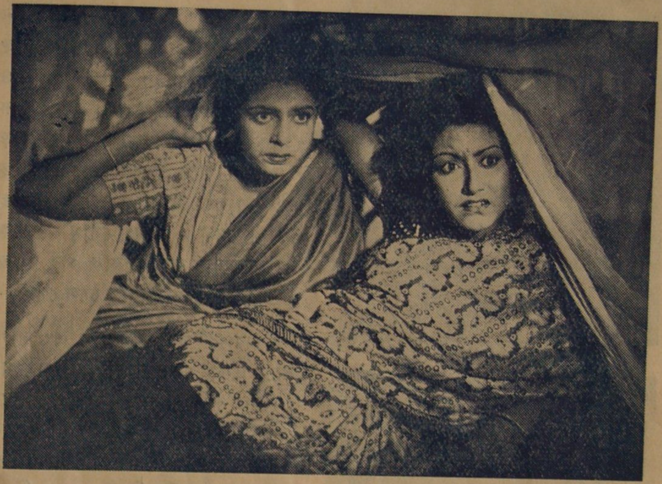

হানাবাড়ি (গল্পাংশ)

কোলকাতার বাইরে মাইল দশ-বারো দূরে বড় রাস্তার ধারে একটি বিরাট পুরাণ বাড়ি। ঐ অঞ্চলে হানাবাড়ি বলে বাড়িটার এমন একটা দুর্ণাম আছে যে সাধারণ লোক দিনের বেলাতেও সে বাড়ির ধারে-কাছে ঘেঁসে না।

হানাবাড়ি থেকে আধমাইল-টাক দূরে শ্রীমন্ত সরকার নামে একজন শিল্পীর বাড়ি। ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়া, বেহালা বাজান এই সবই তার নেশা। হঠাৎ একদিন মাঝ রাত্রে তার বাড়ির দরজায় একটি যুবককে ব্যাকুল ভাবে ধাক্কা দিতে দেখা গেল। দরজায় যে ধাক্কা দিয়েছিল তার নাম জয়ন্ত চৌধুরী। হঠাৎ মাঝরাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার দরুণ সে ওই হানাবাড়িতেই রাত্রের মত আশ্রয় খোঁজবার চেষ্টায় যায়, কিন্তু সেখানে তার যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয় তা সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। জনমানবহীন ওই বাড়ীতে এমন একটি বিকট অদ্ভুত প্রাণীর দ্বারা সে হঠাৎ আক্রান্ত হয় একমাত্র গরিলার সঙ্গে যার তুলনা করা সম্ভব। কোন রকমে সেই বিভীষিকার কবল থেকে সে পালিয়ে এসে প্রথম যে বাড়িটি সামনে পেয়েছে সেখানেই আশ্রয় চেয়েছে।

নিজে ঠিক বিশ্বাস না করলেও শ্রীমন্ত সরকার জয়ন্তকে ব্যাপারটা পুলিশের কাছে জানাতে বললে। ও-অঞ্চলের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার মিঃ সোম শ্রীমন্তর পরিচিত। ঠিক হলো পরের দিন সকালে শ্রীমন্ত তাঁর কাছেই জয়ন্তকে নিয়ে যাবে।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার মিঃ সোম কিন্তু সমস্ত কথা শুনেও এ ব্যাপারে কোন কিছু সাহায্য করবার উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। তবে তাঁর কাছে হানাবাড়ির আগেকার ইতিহাস কতকটা জানা গেল।

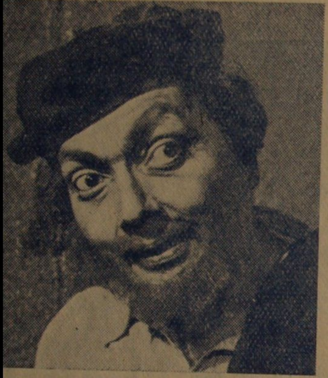

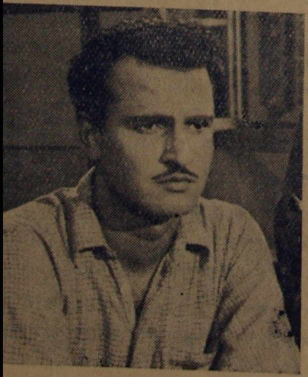

শ্রীমন্ত ও জয়ন্তর কাছে মিঃ সোম হানাবাড়ির পুরাতন ইতিহাস যখন শোনাচ্ছিলেন ভবঘুরে ফিরিঙ্গি ভিখিরী গোছের একটি লোকও সেখানে উপস্থিত ছিল। পুলিশের লোক তাকে যেখানে সেখানে বড় জ্বালাতন করে ইন্‌স্পেক্টারের কাছে এই নালিশ জানাতেই সে এসেছে শোনা গেল। মিঃ সোম ধমকে তাকে বিদায় করে দেবার পর জয়ন্ত ও শ্রীমন্তও বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এরপর জয়ন্তকে বাগ এণ্ড নাগ নামে একটি কোম্পানীর অফিসে দেখা গেল। শশীশেখরের মৃত্যুর পর যারা সেই হানাবাড়ি কেনে তারা শেষপর্য্যন্ত এই বাগ এণ্ড নাগ কোম্পানীর ওপর সে বাড়ি বিক্রীর ভার দিয়ে চলে গেছে। বাগ এণ্ড নাগ কোম্পানীর অফিসে কিন্তু জানা গেল ঠিক আগের দিনই কোন একটি পরিবার ওই হানাবাড়িটি নিয়েছে।

হানাবাড়ি যারা নিয়েছে মামা ও দুটি বাপ-মা-মরা ভাগনি নিয়ে তাদের পরিবারে মাত্র তিনটি প্রাণী। সঙ্গে আছে শুধু একটি ঝি। বাড়ীর মালপত্র যখন গুছোন হচ্ছে দুই বোন ললিতা ও নমিতা তখন বাড়িটা ঘুরে দেখতে দেখতে পেছনের মহলে হঠাৎ সেই ফিরিঙ্গি ভিখিরীটার দেখা পায়।

সেই রাত্রেই ললিতা ও নমিতা হঠাৎ এক অদ্ভুত শব্দ শুনে জেগে উঠে দেখে একটি বিকট প্রাণী তাদের জানলার গরাদ অনায়াসে বেঁকিয়ে তাদের ঘরে ঢুকছে। তারা কোন রকমে তাদের মামাবাবুর কাছে ছুটে পালিয়ে যায়। এই বিপদে যখন তারা দিশাহারা তখন হঠাৎ বাইরের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে শোনা যায়। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল অবশ্য জয়ন্ত। বাগ এণ্ড নাগ কোম্পানী থেকে হতাশ হয়ে ফিরে সে, বাড়িটা রাত্রে বাইরে থেকে পাহারা দেবার জন্যে শ্রীমন্তকে রাজি করায়। তারপর বাড়ির ভেতর চিৎকার শুনে দরজায় এসে ধাক্কা দেয়। দরজা খোলবার পর জয়ন্তকে দেখে মামাবাবু অবাক হয়ে যান। বোঝা যায় জয়ন্ত তাঁদের পরিচিত। জয়ন্তও এই পরিবারটিকে এ বাড়িতে দেখবার আশা করেনি। তবে এসব আলোচনার সময় নেই বলে শ্রীমন্তর সামান্য একটু পরিচয় দিয়ে তাকে এদের কাছে রেখে জয়ন্ত নিজেই থানায় খবর দিতে যায়।

পুলিশ অফিসার মিঃ সোমকে নিয়ে যখন সে ফেরে শ্রীমন্ত তখন তাদের আসতে দেরী দেখে সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে একলাই ব্যাপারটার সন্ধান নিতে গেছে।

হঠাৎ পেছনের মহল থেকে একটা আর্ত্তনাদ শোনা যায়! সকলে সেদিকে ছুটে গিয়ে দেখতে পান সেই বিকট প্রাণীটা শ্রীমন্তর টুঁটী চেপে ধরে তাকে প্রায় শেষ করে এনেছে। মিঃ সোম তৎক্ষণাৎ পিস্তল ছোড়েন। গুলির শব্দে প্রাণীটা শ্রীমন্তকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। মিঃ সোম এবার বাড়ীটা ভাল করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু ফল হয় না। অপরিচিত একজন ভদ্রলোক এর পরই বাড়িটা কেনবার জন্যে দেখতে

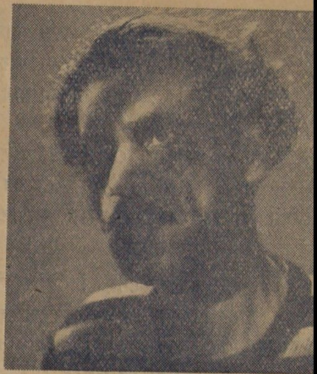

আসেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে রাতটা তাকে ওইখানেই কাটাতে হয়। কিন্তু রাত্রে হঠাৎ তাকে ঘরে পাওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির পেছনের মহলে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। কে তাঁর পিঠে ছুরি মেরে তাঁকে হত্যা করেছে।

পুলিশের আপ্রাণ চেষ্টাতেও রহস্যের কিনারা হয় না। মামাবাবু দৈবাৎ একদিন একটি লুকোন কুলুঙ্গির ভেতর একটি গোপন নক্সা খুঁজে পান। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই অজানা কোন আততায়ীর হাতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে মামাবাবু জ্ঞান হারান।

শ্রীমন্ত ইতিমধ্যে সেই ফিরিঙ্গি ভিখিরীর সঙ্গে তার বরখাস্ত করা পুরোন একজন দারোয়ানকে পরামর্শ করতে দেখেন। সন্দিগ্ধ হয়ে মিঃ সোম ও জয়ন্তকে সে-রাত্রে সে বিশেষ ভাবে পাহারায় থাকবার জন্যে ডাকে।

রাত্রে পোড়ো বাড়ির জঙ্গলে সেই বিকট প্রাণীটাকে সত্যিই আবার দেখা যায়। শ্রীমন্ত গুলি ছোঁড়ে।

সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা কি সত্যিই এবার মারা পড়ে? হানাবাড়ির রহস্যের মূল কি এবার খুঁজে পাওয়া যায়?

না—হানাবাড়ির রহস্যের মীমাংসা এত সহজে হবার নয়। সমস্ত ছবিটিই তার জন্যে দেখা প্রয়োজন।

[সঙ্গীতাংশ]

(১)

হাওয়া নয়, ও ত হাওয়া নয়।
নিশুতি রাত বুঝি কথা কয়॥
(ধরার) গোপন বুকের পাঁজরে
কথা জাগে আজো রে
ক্ষুধা পিপাসার, আশা নিরাশার ধারা বয়।
শুনি কানে, না, শুনি প্রাণে।
বুঝিনা তবু যেন মন জানে।
আকাশে তারারা
পেল কি ইসারা,
নীরবে কান তাই পেতে রয়।

(২)

শুনতে কি পাও দিবানিশি
কাছে দূরে কে ডাকে?
সে কি দূরের বনে না নিজের মনে,
কে জানে কোথায় থাকে!
থাকে যে আনমনা
ভাবে যে শুনব না
গোপনে কান সেও পেতে রাখে।
তারে চিনি বলিতে মন চায়না,
তবু, মন হায় নিজেরই যে আয়না।
তার সাড়া পেলে
ঘুমানো হিয়া বুঝি আঁখি মেলে,
অবাক হয়ে দেখে আপনাকে।

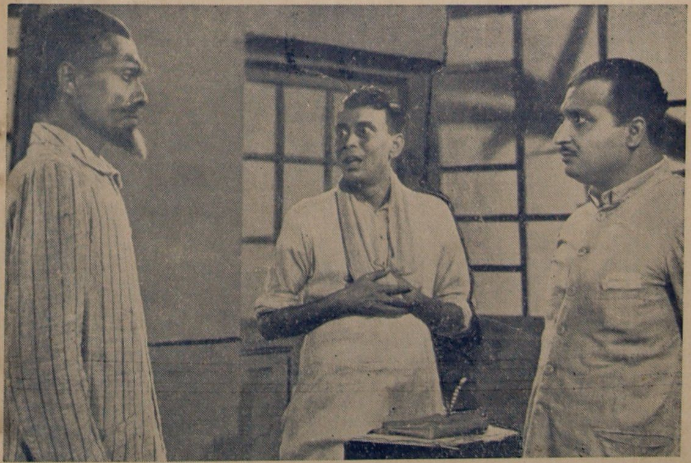

ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে
প্রথম উৎসর্গীকৃত প্রাণ—

মহারাজা নন্দকুমার

তারই জীবনী অবলম্বনে

রিপাব্‌লিক পিকচার্সের

বিরাট ঐতিহাসিক চিত্র!

চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ
তারকা সমন্বয়ে—

গঠন-পথে !!

—

একমাত্র পরিবেশক :
ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিঃ
৬নং লুকাস লেন. কলিকাতা-১

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিঃ-এর পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং শ্রীকমল দত্ত কর্তৃক রাইজিং আর্ট কটেজ, ১০৩, আপার সারকুলার রোড, হইতে মুদ্রিত।